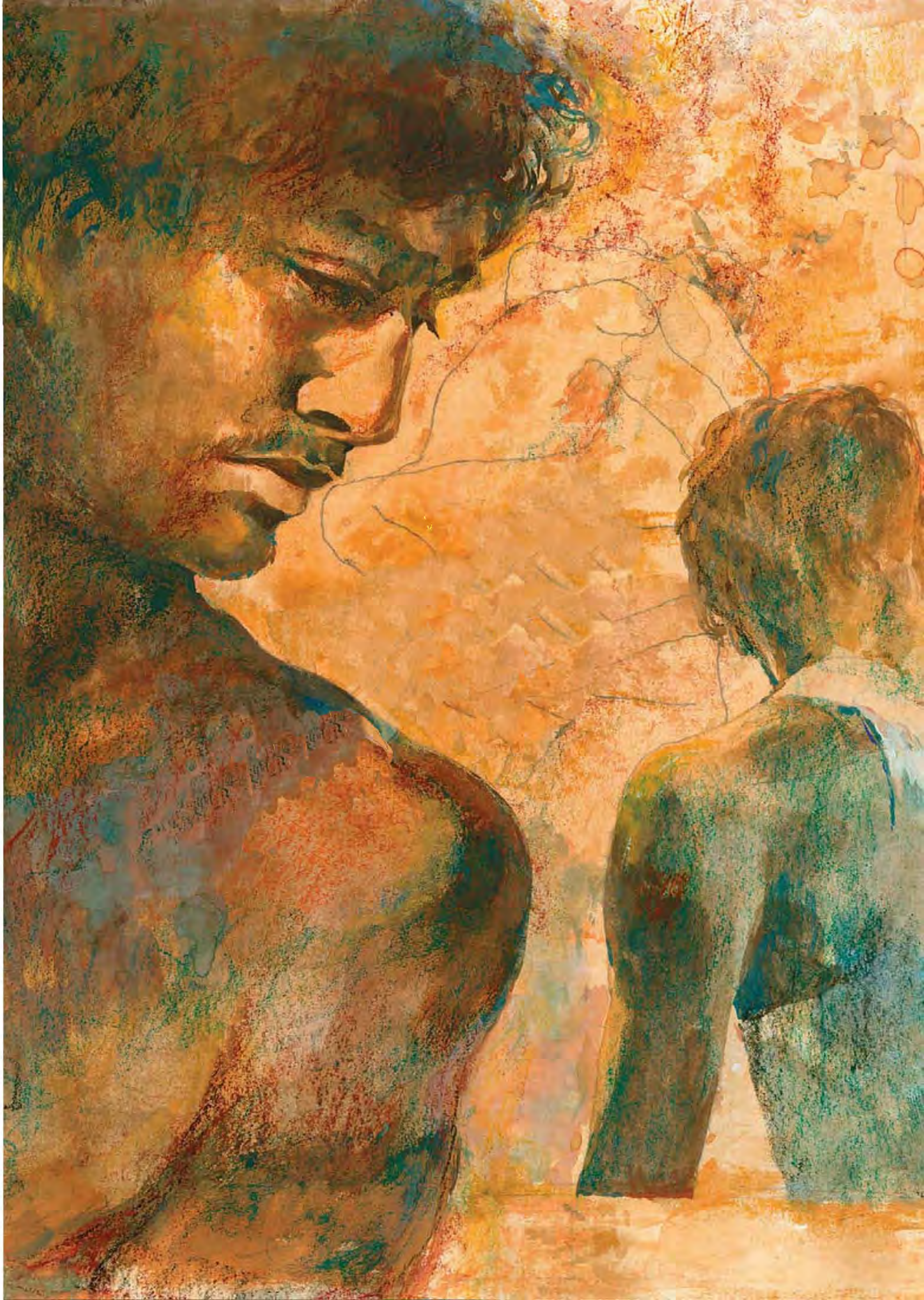

তুবুল, তুই

তিলোত্তমা মজুমদার

।১।

শিবতোষ ঘাটা পড়ুয়া ছেলে। মেদিনীপুর জেলার লালভোরাই গ্রামে তার পিতা একজন শিক্ষক। এ ছাড়াও বেশ কিছু জমিজমারও তিনি অধীশ্বর। শিবতোষ একমাত্র সন্তান নয়। তার দুই অগ্রজ এবং কতিপয় অগ্রজা বর্তমান। শিবতোষ কনিষ্ঠ এবং একলা প্রকৃতির। মায়ের সঙ্গে ছাড়া বাড়ির অপরাপর সদস্যের সঙ্গে তার বাক্যালাপ হয় অল্পই। বাপ-মায়ের প্রতি তার গভীর মায়াটান। শীতে বাবাকে গরম জলের ব্যাগ সে-ই দেয়। মায়ের ফাটা গোড়ালিতে মাখিয়ে দেয় ক্রিম।

শিবতোষ গর্ভস্থ হওয়ার সময় তার মায়ের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ, পিতার সাতান্ন। লালভোরাই গাঁ এ নিয়ে কোনও উপহাস বা সমালোচনা করেনি। কারণ ঘটনা খুব বিরল ছিল না। তবে কলেজ পাশ করা শিবতোষের ছোড়দি তার কলেজ পাশ করা বিবাহযোগ্যা বড়দিকে বলেছিল, 'ছি ছি! এই বয়সে বাবা এ কী করলেন!' বড়দি বলে, 'কেন? কানাই জ্যাঠার ছোট ছেলেটা যখন জন্মাল, ওই যে বিশে, ভাল ফুটবল খেলে, তখন জ্যাঠার বয়স পঁয়ষট্টি।'

'কানাই জ্যাঠা জোতদার লোক। পড়াশুনোর ধার ধারেন না। বাবা তো শিক্ষক।'

শিক্ষককুলের কাছে সমাজের দাবি অনেক। পরিবার পরিকল্পনা এবং কামসংযম তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিবতোষ ভূমিষ্ঠ হয় এবং বয়সে ভ্রাতা-ভগ্নীবৃন্দের পুত্রসম হওয়ায় শাসন এবং বিচ্ছিন্নতা লাভ করে।

শিশু সাধারণত মায়ের কাছে বাল্যশিক্ষা পায়। কিন্তু শিবতোষকে তা প্রদান করেছিল ছোড়দি। তাদের মা বিরজা ছিলেন মাত্রই তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষালব্ধ। শিক্ষা বৃদ্ধির কোনও আগ্রহ না থাকায় তাঁর লিখনক্ষমতা গিয়ে ঠেকেছিল দস্তখত অবধি। যদিও, বলাই বাহুল্য, তাতে দাম্পত্য প্রেমে ব্যাঘাত ঘটেনি। শিবতোষের পিতাকে কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

আঠেরো বছর বয়সে শিবতোষ উচ্চমাধ্যমিকে চমৎকার ফল করে এবং উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতা যাত্রা করে। পাশকুড়া লোকালে চাপলে লালভোরাই থেকে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ হাওড়া স্টেশন।

শিবতোষ যখন পঞ্চম শ্রেণির তখন বিশ্বশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত এক বিখ্যাত ব্যায়ামবীর তাদের বিদ্যায়তনের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আসেন এবং এই বক্তৃতা রাখেন যে, দেহ সুস্থ ও সবল থাকলে মনও সুস্থ ও সবল থাকে। দুর্বলদেহী মানুষ অশক্ত মন ও

ভীরুতার শিকার, তৎসঙ্গে স্বল্প মেধার অস্তিত্বও তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। দেশ এবং জাতির মেরুদাঁড়া শক্ত করতে চাইলে, আজকের যারা ছাত্র এবং ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক, তাদের সুস্বাস্থ্য গঠন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য, মেধা এবং নৈতিক চরিত্রের এবংবিধ প্রত্যক্ষ এবং সমানুপাতিক সম্পর্ক স্বীকার করতে হলে কেউ এ প্রশ্ন তুলতেই পারতেন যে পালোয়ানেরাই সবচেয়ে মেধাবী এবং খাঁটি বিবেকবান কি না, কিন্তু বাস্তবিক তা ঘটেনি। বরং ব্যায়ামবীরের চমকপ্রদ দেহশ্রী, যা তিনি প্রায় উদোম এবং তৈলাক্ত অবস্থায় প্রদর্শন করেছিলেন, দেখে, ছাত্রদের মধ্যে দেহচর্চার হিড়িক পড়ে যায়। ক্ষীণ কটি, পুরুষ্টু পেশি, মহাবাহু হওয়ার বাসনায় কিছুদিন অধ্যবসায়ের পর অধিকাংশ রণে ভঙ্গ দেয়। দু'-একজন যারা এই চর্চার টানে পড়েছিল, তার মধ্যে শিবতোষ অন্যতম। কিছুকালের মধ্যেই দেহচর্চার উপযোগ সে অনুভব করে পেশিবহুল দেহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই। অতএব, বিশ্বশ্রীর মতো পেশিপ্রদর্শন কামনা নয়, সে বজায় রাখতে চাইল সুস্থতা।

শিবতোষ ঘাটা, পড়ুয়া ও মেধাবী ছাত্র, কলকাতায় পৌঁছয় যখন, নিয়মিত শরীরচর্চায় সে দীর্ঘাঙ্গ, সুঠাম, উজ্জ্বল শ্যামকান্তি। চোখ দুটি প্রয়োজন সাধন করে মাত্র। ভ্রূ জোড়া অপরিকল্পিত আগাছার মতো। নাক সুপরিমিত ও মনোহর। দুই ঠোঁট বাড়াবাড়ি রকমের পুরু। ব্রণ জাতীয় উৎপাত কোনওকালে ছিল না বলে দাড়ি কাটার পর গাল মসৃণ। মাকুন্দে নয়, তবে দাড়ি খুব ঘনও নয়। এই বয়সে থাকেও না অনেকের। প্রশস্ত ললাটে একটি ছোট কাটা দাগ, যেন লগ্নচাঁদ হাসে।

শিবতোষের পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধে। পরিচ্ছন্নতা ছাড়া এই বস্তুটির প্রতি আর কোনও যত্নের প্রয়োজন সে বোধ করে না।

নম্বরের ঝুড়ি উপচানো ছিল বলে

কলকাতার এক নামী কলেজে সে অনায়াসে জায়গা পেয়ে গেল। কলেজের নিজস্ব ছাত্রাবাস বর্তমান। কলেজে আপন পছন্দের বিষয়গুলি যেমন সে নিতে পারল— পরিসংখ্যান, অর্থনীতি এবং গণিত— তেমনি ছাত্রাবাসেও সহজে জায়গা পেল।

শুভাঞ্জন ও আদিত্য নামে দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্র ছিল তার ঘরের ভাগীদার। প্রথম রাতে শিবতোষ যখন ছোলাবাদাম ভিজিয়ে রাখছে, পরের উষায় ব্যায়ামের আগে চিবিয়ে নেবে বলে, শুভাঞ্জন এবং আদিত্য পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। এই ছাত্রাবাসে নবাগত নিগ্রহের রেওয়াজ নেই। তাই বলে বড়রা একটুও পাঙ্গা নেবে না তা হয় না। শিবতোষ তা জানে। মেদিনীপুরের লালভোরাই গ্রামে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি, তাতে কী? দুনিয়াদারি সম্পর্কে শিবতোষ আপনা হতেই ওয়াকিবহাল থাকতে শিখেছে। জন্ম হওয়া ইস্তক বাপের যৌবনমূর্তি সে দেখেনি। গৃহকর্মেই নিবেদিত তৃপ্ত মা বিরজা স্নেহ যত্ন ছাড়া আর কী-ই বা দিতে পারতেন! তার বেড়ে ওঠার কালে ভাইবোনের এমন বয়স যে তারা নিজস্ব জীবন যুঝতে ব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং, স্কুল পাশ করে কলকাতায় যাবার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে পরিসংখ্যান বিষয় সাম্মানিক হিসাবে নির্বাচন, সমস্তই ছিল তার একক। সে যদি বোকাসোকা নির্মেধাবী হত, শিবুটা ভবিষ্যতে কী করবে, এই ভাবনা পরিবারে সঞ্চারিত হতে পারত।

ছোলা-বাদাম ভিজিয়ে টেবিলবাতি জ্বেলে শিবতোষ পরিসংখ্যান বিষয়ক বই খুলে বসল। শুভাঞ্জন আদিত্যর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। আদিত্য গান ধরল, গহরে তাল মিলে নদীকি জলমে...। শুভাঞ্জন টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে। শিবতোষ বই থেকে চোখ সরায়নি। বোঝা যাচ্ছে না গান তার মনও-সংযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কি না। গানের উদ্দেশ্য তাই ব্যর্থ হল। এবার শুভাঞ্জন বলল, 'অ্যাই, তোর নাম কী?'

শিবতোষ নাম বলল। শুভাঞ্জন ও আদিত্য হা হা হেসে উঠল। শুভাঞ্জন বলল, 'কী নাম বললি? শিবতোষ ঘাটা? অ্যাঁ? ঘাটা? ঘাটা, না আঁটা? না সাঁটা? শিবতোষ সাঁটা! সাঁটার মতন সাঁটা।'

আদিত্য কিছুক্ষণ সুর করে গাইল, 'শিবতোষ অণ্ডকোষ... শিবতোষ অণ্ডকোষ...!'

শিবতোষ কোনও কথা বলল না। তার কান লাল হয়ে উঠছিল। শুভাঞ্জন বলল,

‘তা হলে সাঁটা, তোর বাড়ি কোথায়?’ শিবতোষ শান্তভাবে বলল, ‘সাঁটা নয়, ঘাটা।’

‘হা হা হা। তোর সব ঘেঁটে আছে নাকি রে মাইরি! তা ঘাটলু, তোর বাস কোথায়?’

‘লালভোরাই গ্রাম। মেদিনীপুর জেলা।’

‘মিদনাপুরিয়া! তাই বল্! ওইজন্যই শালা ছোলা ভিজিয়ে বই খুলে বসেছিস। শালা গাঁতু।’

শিবতোষ বই বন্ধ করে, বালিশ কোলের ওপর টেনে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসল। বলল, ‘তা হলে শুনুন, শুভাঞ্জন বসু/ল্যাজকাটা পশু/লোকে চেনে হাড়ে হাড়ে/ল্যাজ নেই তাই/শুধু পিছনখানি নাড়ে... কেমন? কিংবা ধরুন, আদিত্য পাল/তোর খারাপ কপাল... চলবে?’

শুভাঞ্জনের মুখ নিমেষে পাংশু হল। আদিত্য বলল, ‘এক চড়ে গাল ফাটিয়ে দেব। ছোট ছোটর মতো থাকবি।’ শিবতোষ বলল, ‘বড় বড়র মতো থাকলে ছোট নির্বিঘ্নে ছোটর মতো থাকতে পারে। আর চড়ের কথাই যদি ওঠে...।’ সে বাক্য অসম্পূর্ণ রাখে। গ্রীষ্মকাল। পাতলা একখানি ফতুয়া তার পরনে। সহজেই ফুটে উঠছে চওড়া হাড়ের কাঠামো, শক্ত চর্চিত শরীর। দুই বয়োজ্যেষ্ঠ আর কথা বৃদ্ধি করল না। পরদিবস উষারম্ভে, ঘরের একচিলতে মেঝেয় যখন শিবতোষ শরীরচর্চা আরম্ভ করল, শুভাঞ্জন ঘুমভাঙা স্বরে অস্ফুটে গালি দিল। শিবতোষ শুনেও গুরুত্ব দিল না। এই আদি প্রত্যুষে গালিগালাজ করে সে অপ্রসন্ন হতে চায় না। সে নিত্যকর্মে মন দিল। কলেজে ক্লাস করল। আশা করল, তার দুই সঙ্গীর বৈরভাবের অবসান হবে অচিরেই। বৈকালে ঘরে ফিরল যখন, তার চক্ষুস্থির।

দেখল, তার বইখাতা ছেঁড়া, ঘরময় ছড়ানো। মা বিরজা এক টিনের বয়াম ভর্তি মুড়ি দিয়েছিলেন, সেইসব বিছানায়। দেওয়ালে টাঙানো দড়িতে তার সামান্য কয়েকটি পোশাক নিপাট ভাঁজ করা ছিল, সেইসব মেঝেয় পড়ে আছে। তার চোখে জল এল। নির্যাতনের জন্য সে প্রস্তুত ছিল, তবে সে হাতাহাতি গালাগালি পর্যন্ত। তার নতুন বইগুলি পর্যন্ত জিঘাংসার শিকার হবে, ভাবতে পারেনি। চোখের জল মুছতে মুছতে সে ছাত্রাবাসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারস্থ হল।

আঠেরো-উনিশ-কুড়ি বয়সি ছাত্রদের আবাসাধ্যক্ষ হওয়া সহজ নয়। বিচক্ষণতা এবং অপার সহনশীলতাই কেবল তা সহজ করতে পারে। শিবতোষের চক্ষু ছলছল অভিযোগ উড়িয়ে না দিয়ে বিমলবাবু আবাসাধ্যক্ষ স্বয়ং অকুস্থলে এলেন। ব্যাপার গুরুতর বটে। বিশেষ, নতুন বই ছিঁড়ে ফেলা। বিমলবাবু স্যর যারপরনাই ক্রুদ্ধ ও বিব্রত হলেন। স্বয়ং স্যরকে ছাত্রাবাসে আসতে দেখে অপরাপর কিছু কৌতূহলী ছাত্র বেরিয়ে এসেছিল। বিমলবাবু শুভাঞ্জন ও আদিত্যর খোঁজ করলেন। বলাবাহুল্য, তারা ওইসময় উপস্থিত ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কী হয়েছিল?’ শিবতোষ অকপটে বলল, ‘স্যর, ওরা আমার নাম নিয়ে মশকরা করছিল, ছড়া কাটছিল খারাপ কথা বলে। তখন আমিও ওদের নাম নিয়ে ছড়া বানিয়েছিলাম স্যর।’

‘আর কিছু?’

‘না স্যর।’

উপস্থিত ছাত্রগণ ছড়াগুলি শোনার জন্য উৎসুক ছিল। কিন্তু বিমলবাবু থাকায় সে গুড়ে বালি। তিনি বললেন, ‘তুমি আপাতত কী করতে চাও?’ শিবতোষ বলল,‘আপনি বলে দিন স্যর।’

বিমলবাবু স্যর কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। একথা বোঝাই যাচ্ছে, শিবতোষ ঘাটা মুখ বুজে নিগ্রহ সয়ে যাবার পাত্র নয়। সেক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। তিনি বললেন, ‘দেখো, অন্য কোনও জায়গা আর ফাঁকা নেই বললেই চলে। একমাত্র ২৬ নম্বরে একটা। তুমি সেখানে যেতে পারো। এই, ছাব্বিশে এখন প্রীতিময় থাকে না?’

শেষ প্রশ্নটি উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। প্রথম বর্ষের ছাত্ররা নিরীহ মুখে চেয়ে আছে। শিবতোষের সঙ্গে গতরাতে যা হয়েছে, তেমন আরও ক’জনের। তারা একরকম মেনে নিয়েছে। সংঘর্ষে যায়নি। না গিয়ে ভালই করেছে তারা ভাবছে। শিবতোষের বিপন্ন অবস্থা তাদের ভীত করেছে।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র যারা ছিল, বলল, ‘স্যর, ছাব্বিশে প্রীতিময়ই থাকে।’

‘দেখ তো আছে কি না।’

দু'জন ছাব্বিশ নম্বর ঘরের দিকে গেলে শিবতোষের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তার কাছে ২৬ যা, ৬-ও তাই। একজন বা দু'জন অচেনা সঙ্গীর সহবাস। তারা শুভাঞ্জন এবং আদিত্যর মতো হতে পারে, না-ও পারে। সে নিজেকে নির্বিকার রাখবার চেষ্টা করল। বিমলবাবু স্যর বললেন, 'দেখো শিবতোষ, প্রীতিময় যদি থাকে তা হলে ওর ঘরে চলে যাও। আর পুরো ঘটনা জানিয়ে আবাসাধ্যক্ষকে একখানি চিঠি লেখো।'

।২।

২৬ নম্বর ঘরখানি আদিতে ছিল ভাঁড়ার ঘর। কলেজের সুনাম এবং ছাত্রসংখ্যার তুলনায় আবাসখানি ছোটই। আরও দুটি ছাত্রের স্থান সংকুলানের জন্য রান্নাঘরের একপাশ ঘিরে ভাঁড়ার করে দেওয়া হয় এবং ছাতের জলট্যাঙ্কির পাশে অবস্থিত ভাঁড়ার হয়ে ওঠে পঁচিশটি ঘরের পর ছাব্বিশ।

ঘরটির সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। অসুবিধা হল, ছাতে হওয়ায় বিচ্ছিন্ন। গ্রীষ্মে এবং কলকাতা শহরে গ্রীষ্মই সমধিক, প্রচণ্ড গরম। একটিমাত্র অপরিসর বাতায়ন যা ভাঁড়ারের আরশোলা ইঁদুরের পক্ষেই উপযুক্ত হতে পারত, মানুষের ছেলের নয়। তবু ওই ঘরে দুটি বিছানা পাতা হয়েছে। একফালি খাট। একটিমাত্র টেবিল ও চেয়ার। এতেই ঘরখানি শেষ। ব্যবস্থা যদি হত একজনের, তবে ছাত্রাবস্থায় তা যথেষ্টই হতে পারত। কিন্তু একটিই মাত্র একজনের ব্যবহারযোগ্য ঘর ছাত্রদের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে, এই সম্ভাবনা ছিল, তা ছাড়া, মাত্র একটি শয্যা বৃদ্ধি করতে একটি ভাঁড়ার ঘরের অবসান খুব বৈষয়িক সিদ্ধান্ত হত না।

ব্যবস্থা খুব স্বাস্থ্যসম্মত হল না বটে, তবে সুবিধার দিক কিছু রইল। খানিক একলা থাকতে যারা পছন্দ করে, তাদের পক্ষে এ ঘর উপযুক্ত। সামনে একফালি ছাত পাওয়া যায়। শিবতোষের কাছে ২৬ নম্বর ঘরের সুবিধার দিকগুলিই প্রধান হয়ে উঠল, কারণ তার সঙ্গী প্রীতিময় অতি শান্ত স্বভাবের। কথা বলে কম। দাড়ি গজাবার পর থেকে সে কর্তন করেনি। অতএব দাড়িগোঁফের সেই কচি জঙ্গল তার পাতলা মুখখানিকে নির্ভরযোগ্য অভিব্যক্তি দিয়েছে। শিবতোষের চর্চিত শরীরের তুলনায় প্রীতিময় ক্ষীণস্বাস্থ্যই বলা চলে। রোগা। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির বেশি নয়। চোখে চশমা। উজ্জ্বল শ্যাম। পাতলা ওষ্ঠাধর। মুখে মিঠে হাসিটি সর্বদা বিরাজমান।

শিবতোষের চর্চিত শরীরের তুলনায় প্রীতিময় ক্ষীণস্বাস্থ্যই বলা চলে। রোগা। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির বেশি নয়। চোখে চশমা। উজ্জ্বল শ্যাম। পাতলা ওষ্ঠাধর।

বিমলবাবু স্যরের আহ্বানে সেদিন সে উপস্থিত হয়েছিল এবং সবকিছু দেখেশুনে বলেছিল, 'আমি কি গোছগাছ করার জন্য তোমাকে সাহায্য করব?'

ঘটনা নিষ্প্রভ হতে থাকায় ছেলেরা সরে

পড়ছিল। বিমলবাবু বললেন, 'শিবতোষ, তোমার সব জিনিসপত্র নেওয়া হয়ে গেলে চাবি দারোয়ানজিকে দিয়ে দেবে। আমি চললাম।'

শিবতোষ ছড়ানো বইপত্র একটি একটি করে তুলতে লাগল। খাটের তলা থেকে টেনে বার করল টিনের তোরঙ্গ। প্রীতিময় শিবতোষের ছেঁড়া বইগুলি অতি যত্নে তোরঙ্গে স্থাপন করতে লাগল। শিবতোষ প্রাথমিক কষ্ট পেয়েছিল বইখাতাগুলির জন্যই। পিতা এখন অতি বৃদ্ধ এবং অশক্ত। অগ্রজদ্বয়ের অনুগ্রহেই তার দিনাতিপাত। খুব বেশি টাকা সে পাবে না যার দ্বারা বারংবার একই বই কিনতে পারে। এইবার, মেঝেতে ছড়ানো দলা পাকানো জামাকাপড়গুলি তুলে ভাঁজ করতে করতে তার চোখ পড়ল বিছানায় ছড়ানো মুড়ির ওপর। আহা! মা বিরজা কত যত্নে এই মুড়ি গুছিয়ে দিয়েছিলেন। এ তাঁর নিজের হাতে ভাজা। আর মুড়ি ভাজতে যে জানে না, সে জানে না কাজটা চাট্টিখানি নয়। কলকাতায় এসে অবধি মায়ের জন্য যে-কষ্ট সে বোধ করেনি, এই ক্ষণে তা অশ্রুবিন্দু হয়ে উঠল। দু'খানি 'স্পান' পত্রিকার পুরানো সংখ্যা সে পত্রিকার ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছিল, তারই একটি দিয়ে মুড়িগুলি ঠেলে জড়ো করতে লাগল।

প্রীতিময় বলল, 'চাদরটা তুলে একবারে ঝেড়ে ফেলো।'

'এই মুড়ি আমার মায়ের হাতে ভাজা।' বলল শিবতোষ, 'যতখানি পারি কুড়িয়ে নিই।'

প্রীতিময় এক পলক থেমে দেখল শিবতোষের দিকে। পৃথিবীর যাবতীয় ভালবাসার প্রত্যেকটির যদি সূচনালগ্ন থেকে থাকে, তবে শিবতোষের প্রতি প্রীতিময়ের ভালবাসার সেই ছিল ক্ষণ।

প্রীতিময়, শিবতোষের জড়ো করা মুড়ি আলগোছে মুঠোয় তুলে টিনের বয়ামে ভরতে লাগল। টেবিলের অন্যান্য টুকিটাকি তোরঙ্গে পুরে নিল। সামান্য সম্ভার। গুছিয়ে নিতে কতক্ষণ!

|৩|

প্রীতিময়ের ঘরে এসে শিবতোষের মনে হল সে যেন এই ঘরেরই জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। ঘরটি বেজায় গরম সন্দেহ নেই, কিন্তু এই যে তার একটেরে ভাব, সামনে একফালি ছাত, যাতে সে মাদুর পেতে ব্যায়াম অভ্যাস করতে পারবে, এই যেখানে অন্য ছেলেদের কোলাহল বা দৌরাত্ম্য সহজে পৌঁছবে না, ঘরের কোণে সে পড়তে পারবে গাঢ় মনোযোগে এবং প্রীতিময় এমন, যার জন্য সে কখনওই বিরক্ত হয়ে উঠবে না, সে নিশ্চিন্ত বোধ করল।

প্রীতিময় খুব সুন্দর গুছিয়ে রেখেছে সব। এ ঘরে, অন্য অনেক ঘরের মতো অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি সাঁটা নেই। কোণের দিকে তিন ফুট বাই তিন ফুট যে জায়গাটুকু ফাঁকা ছিল, তাতে একখানি হিটার যন্ত্র। পাশে ছোট সসপ্যান, চায়ের ও চিনির কৌটো। একটি কাপ। একটি থালা, দুটি বাটি। চানাচুর, বিস্কিটের বয়াম। নুডলসের প্যাকেট— যা দু' মিনিটে প্রস্তুত করা যায়। এবং প্লাস্টিকের ঝুড়িতে গোটা কয়েক ডিম। চায়ের কৌটো বেশ বড়। বস্তুটির স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে কালচে চায়ের কুচি স্পষ্ট দেখা যায়। শিবতোষ বুঝল, প্রীতিময়ের চা পানের অভ্যাস আছে, তার নিজের কোনও নেশা নেই।

প্রীতিময় বলল, 'আমি একটু গুছিয়ে রাখতে ভালবাসি। স্কাউট করতাম, সেই থেকে অভ্যাস হয়েছে।

শিবতোষ বলল, 'আমিও গুছিয়েই রাখব। ভেবো না।'

দু'জনেই হাসল। প্রীতিময় বলল, 'চলো, শুরু করা যাক।'

শিবতোষের তোরঙ্গ থেকে মুড়ির বয়াম নামল, বাসন, বইপত্র, জামাকাপড়। হিটারের অপর পাশে বাসন ও মুড়ি জায়গা পেল। ফাঁকা শয্যায় প্রীতিময়ের কিছু বইপত্র ছিল, সেইসব সরিয়ে পরিপাটি বিছানা পেতে দিল সে। টাঙানো দড়িতে জামাকাপড় গুছিয়ে রাখল। ঘরের একমাত্র টেবিল-চেয়ারের দিকে দেখিয়ে বলল, 'এই ব্যাপারটায় তোমার সঙ্গে আমার ঝামেলা হতে পারে।'

'হবে না।' শিবতোষ হেসে বলল।

'তোমার আগে এখানে ছিল অনুপমদা। আমাদের দু'জনেরই অভ্যাস রাত জাগার। একরাত্রি ও টেবিল পেত, একরাত্রি আমি। ওর পরীক্ষার সময় অবশ্য পুরো একমাস ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'আমি বিছানায় শুয়ে-বসে পড়তে পারি। আমার একটাই অসুবিধা। ঘরে শব্দ হলে, কথা হলে, উপদ্রব মনে হয়। মেদিনীপুরের গাঁয়ের ছেলে তো। নিঃশব্দে বড় হয়েছি। পাকা দালান হওয়ার আগে আমাদের বাড়িটা মাটির ছিল। আমার জন্মেরও আগে। তারই একটা অংশ থেকে গিয়েছিল। চাষের সরঞ্জাম থাকত আর মা গ্রীষ্মের দুপুরে একটু জিরিয়ে নিতেন। সেই ঘর আমি দখল করেছিলাম। মূল বাড়ির কোনও শব্দই আসত না। আর এমনিতেই গ্রামে শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ট্রেন যায়। ব্যস। আমাদের গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ নেই। হা হা। তোমার বাড়ি কোথায় প্রীতিময়দা?'

'দাদা-টাদা বোলো না। ধুর্! আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ডাকনাম। তোমার ডাকনাম কী?'

'শিবু। তোমার?'

'তুবুল।'

'তুবুল? বাঃ! আমাদের গ্রামে এরকম নাম হয় না। আমার বন্ধু সব বিশে, ফটকে, সুল্লা, মদনা।'

'আমাদের ওদিকেও বিশে-ফটকে হয়। গ্রাম সব জায়গাতেই একরকম। মেদিনীপুরেরই হোক আর বর্ধমানের।'

'তোমার বর্ধমানে বাড়ি?'

'হ্যাঁ। বর্ধমান শহরে। তবে শহর থেকে দূরে গ্রামে আমাদেরও ঘরবাড়ি আছে।'

শিবতোষ লক্ষ করেছে ঘরে পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক ও রসায়নের বই প্রচুর। সে বিছানায় গুছিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার অনার্স কীসে?'

'ফিজিক্স। ভাল লাগছে না। ক'দিন কলেজ যাইনি। মনমেজাজ খুব খারাপ। ফিজিক্সই পড়ব, নাকি অন্য কোনও বিষয়— খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে। বেশি দেরি করলে কোনও বিভাগে নতুন করে নেবে না। এদিকে নতুন বিষয় নিলে একবছর নষ্ট হবে। বাড়িতে এখনও বলিনি।'

শিবতোষ চুপ করে রইল। সমস্যা জটিল। সদ্যপরিচিত কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলাও সমীচীন নয়। প্রীতিময় হিটারে চায়ের জল চাপাল। জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে?'

'না। খাই না।'

'আমার চা এবং সিগারেট— দুইয়েরই অভ্যাস আছে।'

'সিগারেট খাওয়া ভাল না।'

'জানি। তুমি কী নিয়ে ভর্তি হলে?'

'স্ট্যাটিসটিক্স।'

'ইকো ম্যাথ কম্বিনেশন?'

'হুঁ!'

'কত পেয়েছিলে উচ্চমাধ্যমিকে?'

'সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট।'

'ওরেব্বাবা! তোমার তো জয়েন্ট জায়েন্ট হওয়ার কথা!'

'দিতে চাইনি। দিলেও পেতাম কি না সন্দেহ। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে এনট্রান্স দিয়েছিলাম, হয়নি।'

'কেন? পেলে না কেন?'

'আলাদা প্রস্তুতি লাগত। জয়েন্টের মতোই। উচ্চ মাধ্যমিকেই মনোযোগ দিয়েছিলাম। ৮০ শতাংশ পেতে চেয়েছিলাম। কেমিস্ট্রিটা খারাপ হয়ে গেল।'

'যা পেয়েছ, যথেষ্ট। আমার তো কান ঘেঁষে ফার্স্ট ডিভিশন।'

'কত?'

'৬৫ পার্সেন্ট। ফিজিক্সে লেটার মার্কস ছিল, না হলে এই কলেজে অনার্স পেতাম না।'

'তা হলে ফিজিক্স ভাল লাগছে না কেন?'

'জানি না। পড়ার কোনও আগ্রহই হচ্ছে না। বিশ্বাস করো।'

দু'দিন প্রীতিময় বেরুল না ঘর থেকে। দিনরাত চা খেল। ধূমপান করল। শিবতোষ কলেজ থেকে ফিরে দেখল, যে-মাটির ভাঁড়ে ছাইদান বানিয়েছে প্রীতিময়, তা সিগারেটের টুকরোয় উপচে উঠেছে। শিবতোষ মনে মনে রেগে উঠল। সিদ্ধান্ত নেবার এ কোন উপায়? ক্রোধ প্রশমনের জন্য, গত দু'দিন যে-কাজ ফেলে রেখেছিল, আবাসাধ্যক্ষকে চিঠি লেখা, তাই করতে বসল। লিখতে লাগল কড়া চিঠি। ভাষায় ভাল দখল তার। একজন নবাগত ছাত্রের মন গত গভীর আঘাত পেয়েছে দু'জন বুদ্ধিমান বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রের হৃদয়হীন অপরিণামদর্শিতায়, তা-ই ফুটিয়ে তুলল ছত্রে ছত্রে।

প্রীতিময় বলল, 'মুড়ি মাখব?'

'না।'

'বাইরে খেয়ে ফিরেছিস?'

'না।'

'এসেই কী লিখছিস অত মন দিয়ে?'

এই বয়সে তুই-তোকারি সম্পর্কে পৌঁছোন যায় অনায়াসে। তারা পৌঁছেছে। শিবতোষ তার চিঠি লিখতে বসা কবুল করল। প্রীতিময় বলল, 'কী লাভ এসব করে? ওরা কি শোধরাবে?'

'ওদের কার্যকলাপের প্রমাণ থাকবে। আমার প্রতিবাদ থাকবে। সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করবই বা কেন?'

'তোর সমস্যা তো মিটেই গেছে। যায়নি?'

'ব্যস! তবে আর কী! আমার সমস্যা মিটে গেছে, অতএব হাত ধুয়ে ফেলো। স্কাউটে তো এই শিখেছিস। তাই না? আর সমস্যায় পড়লে প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করো, তাই না?'

প্রীতিময়ের হাতে তখনও জ্বলন্ত সিগারেট। সে স্মিত হেসে বলে, 'তোর বইগুলো দ্যাখ।'

'কোন বইগুলো?'

'যেগুলো ছিঁড়েছিল।'

বিছানার একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে সাজানো সব বই। শিবতোষ এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এবার বই টেনে নিল। আঠা এবং কাগজ জুড়ে খুব সুন্দর বাঁধাই করেছে প্রীতিময়। কৃতজ্ঞতায় শিবতোষের চোখে জল এল। এত যত্ন? একজন সদ্যপরিচিত সঙ্গীকে কেউ এত যত্ন করতে পারে? তার বইখাতায় কেউ কোনওদিন একটা মলাট পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়নি। এই সেই সূচনালগ্ন, প্রীতিময়ের প্রতি শিবতোষের ভালবাসার। সে প্রীতিময়ের বাঁ হাত চেপে ধরল, বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

'থ্যাঙ্কস আবার কী। সময় ছিল, করে দিলাম।'

'কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারলি?'

'না।'

'আর মাত্র একদিন সময়। মোটামুটি যা শুনলাম, ক্লাস এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলে নতুন করে ভর্তি হওয়ার সুযোগ কম।'

'ভাবছি কলেজ ছেড়ে দেব কি না।'

'তারপর?'

'বাড়ি চলে যাই। ভাবি। বাবার সঙ্গে কথা বলি। তারপর বর্ধমানেই কোনও কলেজে...!' সে হাসল।

'সে তো আগেও করা যেত। তাও ভাল বাড়িতে বাবা আছেন আলোচনা করার জন্য। আমার বাড়িতে আমার কিছু নিয়েই কেউ ভাবতে চায় না।'

সে হা হা করে হাসে। প্রীতিময় কষ্ট পায়। ওই হাসির মধ্যে এক বিষাদ সে টের পেয়েছে। নিজের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারার মধ্যে গৌরব আছে, স্বাধীনতার স্বাদ আছে। কিন্তু সবসময় তা আনন্দের নয়। সে যেন, শিবতোষকে খানিক সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলল, 'আমার বাবা আমার বন্ধু। কিন্তু ওঁকে উদ্বিগ্ন করতেও ইচ্ছা করে না। বড় হয়ে গেছি আফটার অল।'

সে সিগারেট ফেলে উঠল। বলল, 'একটু মুড়ি মাখি। খাওয়া যাক।'

শিবতোষ স্ট্যাটিসটিক্সের বইখানা আবার হাতে নিয়ে দেখছিল। প্রীতিময় মুড়ি-চানাচুড় মেখে পাশে বসল। শিবতোষ বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বল্।'

'অঙ্ক কেমন লাগে?'

'ভাল।'

'স্ট্যাট অনার্স নিয়ে আমার ক্লাসে চলে আয়।'

'কোথায় তুই, কোথায় আমি।'

'এটা কোনও কথা হল না। আমাদের ক্লাসে তোর চেয়ে কম নম্বর পাওয়া

ছেলেমেয়ে আছে। আর নম্বর দিয়ে কিছুর বিচার হয় না। বিষয়টা ভালবাসতে পারলে অনেক কিছু করার সুযোগ ভবিষ্যতে থাকবে। ভেবে দ্যাখ।'

'ভেবে তো কিছু পেলাম না এখনও। হয়তো এরকমই হওয়ার কথা। ওই চিরাচরিত ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মধ্যে না ঘুরে... তবে ইকোনমিক্স তো একেবারে নতুন।'

'তাতে কী?'

'কেমন লাগছে তোর?'

'আমার সবকিছুই পড়তে ভাল লাগে।'

'আচ্ছা। আর একটু ভাবি।'

পরের দিন ভোরে শিবতোষ ছাতে মাদুর পেতে ব্যায়াম করছে। প্রীতিময় এসে দাঁড়াল। বলল, 'সারারাত ভাবলাম। ঘুমোইনি।'

'কী ভাবলি?'

'যতদিন স্কাউটিং করেছি, এমনকী ধর এগারো ক্লাস পর্যন্ত ভোরবেলা উঠে দৌড়োতাম। খুব ভাল লাগত। আজ যে পথ দিয়ে যেতাম, চেষ্টা করতাম কাল সে-পথে না যাবার। এই করে করে বর্ধমান শহরের কত রাস্তা কত গলি আমার চেনা হয়ে গেল।'

'তখন সিগারেট খেতি?'

'না। বারো ক্লাসে ধরলাম।'

'কেন?'

প্রীতিময় সিগারেট সংক্রান্ত জবাব না দিয়ে বলল, 'শিবা, আমি স্ট্যাটেই ভর্তি হব ঠিক করলাম।

শিবতোষ খুশি সমেত হাসল। বলল, 'ও রিয়েলি? আই অ্যাম সো হ্যাপি! দু'জনে জমিয়ে পড়ব।'

|৪|

নতুন করে পড়ায় মনোনিবেশ করল প্রীতিময়। একটি বছর পিছিয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য আর বিষাদ নেই। শিবতোষকে নিয়েই বর্ধমানে গিয়েছিল। বাবা সব শুনে বলেছেন, 'এক বছর নিয়ে ভেবো না। ভাল রেজাল্ট করার চেষ্টা করো।'

অচিরেই প্রীতিময় বুঝল, মেধাবৃত্তিতে শিবতোষ যে-জায়গায়, সে সেখানে পৌঁছোতে পারবে না। তদুপরি শিবতোষ অত্যন্ত পড়ুয়া। সারাক্ষণ কিছু-না-কিছু পড়ছে। কোনও পত্রিকা, পাঠ্যবই। নিয়মিত পাঠাগারে যায়। অন্যান্য বই পড়ে। প্রীতিময় অতখানি পেরে ওঠে না। বিশেষত, পত্র-পত্রিকায় তার আগ্রহ কম। ছাত্রাবাসে একটি বাংলা, একটি ইংরেজি দৈনিক আসে। ছাত্রের তুলনায় সংবাদপত্রের সংখ্যা অপ্রতুল। প্রীতিময় নিজেই একখানি ইংরেজি দৈনিক রাখে। পড়ার বইয়ের বাইরে সেই তার একমাত্র পড়া।

এক রাতে ছোলা-বাদাম ভিজিয়ে রাখতে রাখতে শিবতোষ বলল, 'একটু বেশি করে নিলাম। কাল থেকে খাবি তুবুল।'

সকালে তুবুল খেল বটে। রাত জেগে পড়েছিল। উঠল ন'টায়। সেই তার সকাল। শিবতোষ স্নান সেরে তৈরি। প্রথম ক্লাস ন'টা দশে। সে কোনও ক্লাস বাদ দেয় না। বলল, 'এমন পড়াশোনার মানে কী?'

'কীসের?'

'এই যে রাত জেগে পড়লি, তারপর দেরিতে উঠে ক্লাস করলি না।'

'অভ্যাস।'

'অভ্যাস যেমন করা যায়, পালটানোও যায়।'

'সহজ নয়।'

'কোনও কঠিন কাজ করবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস নাকি?'

'তা নয়। তুই একটায় শুয়ে পাঁচটায় উঠতে পারিস, আমি পারব না। সবার দ্বারা সবকিছু হয় না।'

'চেষ্টা করেছিস? রাতের ঘুম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তার বাইরে গেলে শরীর-মনের ক্ষতি হয়।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তোর সঙ্গে ঘুমোতে যাব, তোর সঙ্গে উঠে পড়ব। হল?'

শিবতোষ হাসল। বেরিয়ে পড়ল কলেজ যাবে বলে। প্রীতিময় ব্রাশ, পেস্ট, সাবান তোয়ালে নিয়ে একতলায় নামল। এখানেই শৌচালয় এবং স্নানাগার। দারোয়ানজি এবং রান্নার দু'জন ঠাকুর সহ ৮০ জনের জন্য পাঁচখানা শৌচালয়, তিনটি স্নানাগার। স্নান নিয়ে অসুবিধে নেই। কেউ উঠোনের কলে সেরে নেয়। কেউ ছাতে চলে যায়। কিন্তু শৌচ নিয়ে বড় সমস্যা। প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য লম্বা লাইন পড়ে। কারও একটু দেরি হলেই ছেলেরা বাইরে থেকে দরজা বাজায়। খিস্তি করে। ফুটোফাটা দিয়ে উঁকি মারতেও দ্বিধা করে না।

এসময়, একটু বেলার দিকে লাইন অল্প।

শৌচ ইত্যাদি কর্মে প্রীতিময়ের খুব লজ্জা। সে সর্বসমক্ষে অপান পর্যন্ত ত্যাগ করে না। অথচ ছাত্রদের কাছে দুর্গন্ধ অপান বড় আমোদের বিষয়। যে অপকর্মটি করে, সে খিক খিক হাসে। অন্যেরা গালি পাড়ে। সে-ও উপভোগ্য। প্রীতিময়ের কান লাল হয়ে যায়। সে যখন নতুন, নীলেশ নামে তৃতীয় বর্ষের একজন অকস্মাৎ তোয়ালে তুলে তার অপস্করে আঙুল দেয়, বলে, 'তোর পেছনটা কী রে মাইরি! আমার তো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

অন্যরা হাসিতে ফেটে পড়েছিল। অনেকেই জাঙিয়া পরেই লাইনে দাঁড়ায়। দু'-একজনকে অন্যদের সামনে অনায়াসে নগ্ন হতে দেখেছে প্রীতিময়। সে নিজে এসব করার কথা ভাবতেও পারে না। নীলেশের নির্যাতনে সে কেঁদে ফেলেছিল। নীলেশ তাকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে বলে, 'আরে তুই কি মেয়েছেলে নাকি?'

হ্যা হ্যা, হো হো, হি হি— বহু হাসি শুনেছিল সে। ঘরে গিয়ে কেঁদেছিল। ভেবে পায়নি, এইসব অভ্যাস কোথা থেকে হয়, কেন হয়। সবাই শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের, মেধাবী, আপাতশিষ্ট। বাড়িতে নিশ্চয়ই এসব করে না। তা হলে কোথায় করে?

সেদিনের পর থেকে সে একটু বেলায় শৌচালয়ে আসতে স্বস্তি বোধ করে। দেরিতে ওঠার অভ্যাসে এ-ও এক কারণ। শিবতোষকে কি একথা বলা যায়? প্রয়োজনই বা কী! এখন সে এক বছরের পুরনো। কেউ ঘাঁটাবে না।

শৌচালয়ের কাছাকাছি আসতেই শুভাঞ্জনকে দেখল সে। কম্ম সেরে আসছে। উদোম গা। একফালি জাঙিয়ায় অণ্ডকোষ ঢেকে রেখেছে! শিবতোষ অণ্ডকোষ? শালা! দেখাচ্ছি মজা! পাশ কাটিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ পা বাড়িয়ে দিল প্রীতিময়। শুভাঞ্জন প্রস্তুত ছিল না। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। নিজেরই দাঁতে লেগে ঠোঁট কেটে গেল। প্রীতিময়, কিছু জানে না ভান করে শুভাঞ্জনকে তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'স্যরি ইয়ার! কী করে লেগে গেল বল তো!'

শুভাঞ্জন হাতে ঠোঁট চেপে কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'দেখে হাঁটতে পারিস না?'

'ঘরে ডেটল আছে তো? লাগিয়ে নিস।'

শুভাঞ্জন কোনও কথা না বলে চলে গেল। প্রীতিময় একা একাই হাসছে। চুপি চুপি নতুন ছেলের বই ছেঁড়া! কাপুরুষ কাহিকা। যা। ঘরে গিয়ে অন্য কিছু ছেঁড়।

সন্ধেবেলা বৃত্তান্ত শুনে খুব হাসল শিবতোষ। বলল, 'ওদের ঘরে চঞ্চল নামে একটা মারোয়াড়ি ছেলে এসেছে। জিওলজি অনার্স। বিমলবাবু স্যর চঞ্চলের সামনে ওদের ডেকে বলেছেন, 'যদি আর কোনও অভিযোগ পাই, হস্টেল থেকে বের করে দেব। কোনও ছাত্র সংগঠন বাঁচাতে পারবে না।' তারপর থেকে পুরো সমঝে গেছে। হা হা। আমার চিঠি কিছু হলেও তো কাজে লেগেছে!'

শিবতোষকে এত খুশি কখনও দেখেনি প্রীতিময়। সে বলল, 'রোল খাবি?' শিবতোষ বলল, 'অমিতাভ বচ্চনের 'অগ্নিপথ' এসেছে 'বীণা'-য়। চল্ দেখে আসি।'

'চল্।'

'ইভনিং শো 'অগ্নিপথ', তারপর এগচিকেন রোল ডিনার।'

'আমি সিনেমা দেখাব, তুই খাওয়াবি।'

'অগ্নিপথ' দেখে দু'জনেরই মন ভারাক্রান্ত হল। এগচিকেন রোল খেয়ে তার খানিক কাটল বটে, পুরোপুরি চলে গেল না। রাতে যে যার বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দিল। জানালা খোলা। দরজাও। ছোট একটি সিলিং ফ্যান মাথার ওপর। আর এক সপ্তাহ পরে পুজোর ছুটি পড়বে। দু'জনেই বাড়ি যাবে। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে ফিরে আসবে। পড়া আছে। বেশ কিছু জায়গায় পিছিয়ে পড়েছে প্রীতিময়। শিবতোষ তাকে তৈরি করে দিতে চায়। প্রীতিময়ের হেঁচকি উঠছে। রোলে বড্ড ঝাল ছিল। প্রীতিময় ঝাল খেতে পারে না শিবতোষ জানে। রোলওয়ালাকে বলেছিল লঙ্কা কম দিতে! একেবারে না দেওয়াটাই ঠিক হত। তার খারাপ লাগছে। সে উঠল। এক গ্লাস জলে নুন-চিনি মেশাল। প্রীতিময়কে দিয়ে বলল, 'আস্তে আস্তে খা। কমে যাবে।' পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল প্রীতিময় উঠে বসার পর। আকাশে নক্ষত্র। বাইরে নিশুতি মহানগরের আলো। মাঝে মাঝে গাড়ি চলাচলের শব্দ শোনা যায়। কেউ কোথাও গান শুনছে। কুকুর ডাকল। ছাতের আলসের ওপর এসে বসল লক্ষ্মীপেঁচা। প্রীতিময় নুন-চিনির জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। শিবতোষ তার পাশে বসে বলল, 'তুবুল।'

'বল্।'

'সিগারেট ছেড়ে দে।'

'দেব।'

'কবে।'

'এই তো। দিলাম।'

'এত সহজে বলছিস, পারবি তো? সিগারেটের নেশা ছাড়লে নাকি প্রেমিকা ছেড়ে যাবার মতো কষ্ট হয়।'

'তুই আছিস তো। কথায় কথায় সইয়ে নেব। নেশাটা আমিও ছাড়তে চাই।'

'অগ্নিপথ' দেখে দু'জনেরই মন ভারাক্রান্ত হল। এগচিকেন রোল খেয়ে তার খানিক কাটল বটে, পুরোপুরি চলে গেল না। রাতে যে যার বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে দিল।

'পুজোর পর এসে আমার সঙ্গে ব্যায়াম করবি।'

'করব।'

'কথা দিচ্ছিস?'

'আজ পর্যন্ত এমন হয়েছে, তুই যা

বলেছিস, আমি শুনিনি?'

তারা পরস্পরের হাত ধরে রইল খানিকক্ষণ। তারপর যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

|৫|

তিন বছর ধরে শিবতোষ ও প্রীতিময় একইসঙ্গে খায়, ঘুমোয়, পড়ে, ব্যায়াম করে, সিনেমা দেখে। ক্লাসে পাশাপাশি বসে। তারা পরস্পরের বাড়িতে গিয়েছে। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। প্রীতিময়ের বাড়িতে শিবতোষ আরও এক সন্তান। প্রীতিময়ের বাবা বলেন, 'শিবার মতো বন্ধু অনেক ভাগ্যে মেলে।' মামিমা হাসিখুশি স্নেহপরায়ণ মানুষ। তিনি শিবতোষের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'সোনা ছেলে।' কলকাতায় নাম-করা চক্ষুচিকিৎসক প্রীতিময়ের মামা। তিনি বলেন, 'শিবতোষ অনেক দূর যাবে। তুবুলটার তো বরাবর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কম। কত বললাম জয়েন্ট দিতে, দিল না। এখন শিবতোষের সঙ্গে থেকে যদি এগোয়।' শিবতোষের মা বিরজা এবং অন্যরাও প্রীতিময়কে স্নেহ করেন।

ক্লাসের স্বর্ণালী শিবতোষের কাছ ঘেঁষে আসছিল খুব। প্রীতিময়ের অনুকরণে ডাকছিল 'শিবা' বলে। তার জন্মদিন জেনে একটি টুংটাং বাজনার কার্ড দিল। তাতে লেখা, 'অপেক্ষায় রইলাম। ভালবাসাসহ স্বর্ণালী।'

'কীসের অপেক্ষা বল তো?' শিবতোষ জিজ্ঞেস করল প্রীতিময়কে। তাকে রীতিমতো হতবুদ্ধি দেখাল। প্রীতিময়ের হাসি পেল। মেধাবী, সপ্রতিভ, সদাসতর্ক ছেলেটির অবস্থায় সে আঁচ পেল এমন কিছুর, যাতে সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। বলল, 'তোর প্রেম পাবার অপেক্ষা। স্বর্ণালী তোর প্রেমে পড়েছে।'

'যাঃ!' শিবতোষের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'কী করব আমি এখন?'

'যা তোর প্রাণে চায়।'

'ওরেব্বাবা! প্রেম-ট্রেম এসব নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি রে তুবুল।'

'না ভাবাই মঙ্গল। খুব নাছোড় জিনিস।'

'কীরকম?'

'লেখাপড়া কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করবে না। শুধু প্রেমিকার সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করবে। জগৎ নারীময়।'

'তোর হয়েছে?'

'হয়েছিল। বারো ক্লাসে। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য সকালের দৌড় ছেড়েছিলাম। হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতাম কখন ও আসবে। একদিন দেখা না হলে মনে হত মরে যাব। ও যখন আমাকে ছেড়ে গেল, তখন সিগারেট খেতে শিখলাম।'

'যাত্তেরি! এই তোর সিগারেট খাবার কারণ?'

'খুব সামান্য কারণ নয়। সমর্পিতাকে আমি সত্যি ভালবেসেছিলাম।'

'কিন্তু ছেড়ে গেল কেন?'

'আর একজনের প্রেমে পড়ল। শালা! মেয়েরা পারেও মাইরি। আজ বলে তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, কাল ভুলে যায়। মাঝখান থেকে আমি কীরকম ভুসভুস করে ডুবে গেলাম। কষ্টে আত্মহত্যা করার ইচ্ছেও হয়েছিল। হা হা। লিখে যাব— আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

'তখন তো তোর ভাল করে গোঁফ গজায়নি।'

'প্রেমের সঙ্গে পুরুষ্টু গোঁফের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে তুই মনে করিস নাকি? তা হলে অবশ্য স্বর্ণালী খুব ভাল জমবে।'

'মানে?'

'স্বর্ণালীর বেশ ঘন গোঁফ আছে।'

'লক্ষ করিনি তো।'

'আমি করেছি। ভেবে দেখ, ভিক্টোরিয়ায় বসে স্বর্ণালীকে চুমু খেলে যেমন লাগবে, আমাকে খেলেও সেরকম।'

'হা হা হা!' শিবতোষ হেসে গড়িয়ে পড়ল। অবশেষে বলল, 'তা হলে কী করা যায়?'

'আরে, আমি কী বলব? পার্ট ওয়ানে তুই সত্তর শতাংশ পেয়েছিস, আমি একষট্টি। প্রেম করলে পার্ট টু-তে তুইও একষট্টি, আমিও একষট্টি।'

'তুই কি এখনও সমর্পিতার কথা ভাবিস?'

'ভাবতাম। মাঝে অনার্স নিয়ে টালবাহানায় ও অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে।'

'এখনও দেখা হয়?'

'না বন্ধু! এত প্রশ্ন করছিস কেন? তোর কি প্রেম করতে ইচ্ছে করছে?'

'নারে বাবা, প্রেম-ট্রেমে আমি নেই। কিন্তু কার্ডের জন্য ওকে কী বলব?'

'কার্ডের জন্য ধন্যবাদ দিবি। ভিতরের লেখার বিষয়ে চুপ করে থাকবি।'

প্রেম হল না শিবতোষের। দু'জনে দ্বিতীয় ভাগের পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগল। একদিন শিবতোষ বলল, 'কলকাতায় কোনও ভবিষ্যৎ নেই তুবুল। ভাবছি মাস্টার্স করতে দিল্লি যাব। জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে। তোর কী মনে হয়?'

'জানি না।' প্রীতিময় শুকনো হাসল। তারপর থেকে সে বড় বেশি চুপচাপ।

প্রথম কয়েকদিন শিবতোষ নজর করেনি। কিংবা নজর করলেও গুরুত্ব দেয়নি। পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত সে। বাড়ি থেকে বাড়তি টাকা পায়নি, যা দিয়ে কোনও শিক্ষকের কাছে আলাদা পড়তে পারে। খুব ঠেকে গেলে কলেজেই প্রশ্ন করে জেনে নেয়। কেউই তাকে বিমুখ করেননি। তৃতীয় বর্ষের অন্তিম পরীক্ষার আর কয়েক মাস বাকি। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

নিজের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিময়কেও এত ভাল পড়িয়েছে শিবতোষ যে তারও কোনও বিশেষ ব্যক্তিগত পঠনের প্রয়োজন ছিল না। শিবতোষ বলে, পড়ালে নিজের জানা বা বোঝা সম্পর্কে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়।

দিল্লিতে পড়তে যাবার কথা বলার কয়েকদিন পর প্রীতিময় একদিন হঠাৎ বলল, 'ভাবছি জে. কে. বি. স্যারের কাছে এই কয়েকমাস পড়তে যাব।'

শিবতোষ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'যা।'

প্রীতিময় আশা করেছিল, এই প্রস্তাবে শিবতোষ ক্রুদ্ধ হবে। তার শৈত্যে সে আরও আহত হল। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরুল। ফিরল এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে খাচ্ছে। এতক্ষণে বইয়ের মগ্নতা থেকে চোখ তুলল শিবতোষ। খুব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, 'সিগারেট? কী ব্যাপার?'

'কিছুই না। ইচ্ছা হল।'

'এরকম বেয়াড়া ইচ্ছের অর্থ কী!'

'সবকিছুরই অর্থ থাকতে হবে নাকি?'

'থাকে বলেই তো জানি।'

'ইচ্ছে, ইচ্ছে। ব্যস।'

'পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিস? ক'দিন ধরেই দেখছি চুপচাপ। আজ জে. কে. বি.-র কাছে যাবি বললি। সিগারেট খাচ্ছিস। কী হয়েছে?'

'জে. কে. বি.-র কাছে যাব বললাম,

কারণ তোকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। তোর নিজের পড়া আছে।'

'সে তো আগেও ছিল। নাকি বল্, শিবতোষ ঘাটার পড়ানোর ওপর আর আস্থা নেই।'

'কেন এভাবে খুঁচিয়ে তুলছিস? তোর পড়া তুই পড় । আমাকে আমার মতো থাকতে দে।'

আরও একটা সিগারেট ধরাল প্রীতিময়। শিবতোষ সিগারেট কেড়ে পায়ের তলায় পিষে দিল। প্রীতিময় আবার সিগারেট বার করল। শিবতোষ তার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমাকে এভাবে রাগাচ্ছিস কেন?'

'রাগাব কেন? দেখ, যা অনিবার্য তা হবেই। তুই দিল্লি চলে যাবি, আমাকেও আমার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে।'

'আমি দিল্লি চলে যাব মানে? তুই যাবি না?'

'আমার যাওয়ার প্রসঙ্গ তো ওঠেনি।' প্রীতিময়ের স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। চশমার আড়ালে চোখ দুটি টলটলে। শিবতোষ খানিকক্ষণ হতবাক বসে রইল। হঠাৎ সবলে প্রীতিময়কে বুকে জড়িয়ে ধরল সে। বলল, 'এইজন্য তুই চুপচাপ? এই জন্য? আমি দিল্লি যাব মানে কি আমি একলা যাব? তুই-ও যাবি। আমরা দু'জনে যাব। তোকে বাদ দিয়ে আমি শুধু নিজের আখের গোছাব? এরকম ভাবতে পারলি তুই তুবুল? তোকে কি দিল্লি যাবার জন্য নেমন্তন্ন করতে হবে?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল প্রীতিময়। শিবতোষ উত্তেজিত। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। প্রীতিময় চোখ মুছল। হাসল। বলল, 'খুব কষ্ট পেয়েছিলাম রে।'

'মদন আমার! যা! ন্যাকামি ছেড়ে বই নিয়ে বোস্। ৬৫ পার্সেন্টের কম পেলে শালা তোর জন্য আমাকেও কলকাতায় থেকে যেতে হবে। আর একটাও যদি সিগারেট খাস, মারব তোকে আমি।'

দ্বিতীয় এবং চরম পর্যায়ের পরীক্ষায় শিবতোষের নম্বর বাড়ল আরও এক শতাংশ। কিন্তু প্রীতিময় এগিয়ে এল অনেকখানি। তবে, সত্তর শতাংশ পেরোতে পারল না। পেরুলে সে হয়তো আহত হত। শিবতোষকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, এই সত্য সে সুন্দরভাবে নিয়েছে। ফল যেদিন বেরুল, দু'জনে আনন্দ পেল খুব। পরীক্ষার পরে পরে কলেজের ছাত্রাবাস ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দু'জনে উঠেছিল প্রীতিময়ের মামার বাড়িতে। ফল বেরুনোর আগের কয়েক মাস কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মাঝখানে দিল্লি গিয়েছিল। জে. এন. ইউ.-তে ভর্তির খোঁজখবর নিয়ে এসেছে। প্রীতিময়ের মামার বন্ধু আছেন দিল্লিতে, তিনি থাকার জায়গা সন্ধান করছেন। তারা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। কারণ শিবতোষের দাদারা বলেছে, পড়ার খরচ দিতে পারবে না। তার চাকরির সন্ধান করণই শ্রেয়।

প্রীতিময়ের পক্ষে শিবতোষের বিপন্নতা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। দিল্লিতে ছাত্র পড়িয়ে ভাল রোজগার করা যায়। কিন্তু এ ধরনের যোগাযোগের জন্য সময় লাগবে। ততদিন? বাড়িতে জানাল সে। প্রীতিময়ের বাবা এবং মামা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'তুমি আমাদেরই একজন। ভেবো না। কয়েক মাস আমাদের সাহায্য গ্রহণ করো।'

আপত্তি তুলেছিল বটে শিবতোষ। প্রীতিময়ের বাবা বলেছেন, 'এ তোমার প্রাপ্য। তুবুলকে কত যত্নে তুমি পড়িয়েছ। ধরে নাও তার পারিশ্রমিক।' মামা বলেছেন, 'স্নেহের উপহার ফেরাতে নেই শিবতোষ। আমরা কষ্ট পাব।' শিবতোষ অনেকখানি নিশ্চিন্ত এখন। পরীক্ষার ফল বেরুবার পর দু'জনে দিল্লি যাবার টিকেট কাটল। প্রীতিময় বলল, 'আমাদের স্নাতক হওয়া উদযাপন করি! চল্, সারাদিন কলকাতা ঘুরি আর ছবি তুলি। ট্রাম, যানজট, মেট্রো, মিছিল, ভিক্টোরিয়া, রবীন্দ্রসদন, হাসপাতাল, শবযাত্রা সব!'

'ক্যামেরা?'

'মামার আছে তো। চাইব। দেবে না?'

'দেবেন।'

'ইস্স্! কেমন চাওয়ার স্বভাব হয়েছে আমার। না। মামাকে বলার দরকার নেই। ওঁর দামি ক্যামেরা। কী থেকে কী হয়।'

প্রীতিময় বন্ধুকে দেখে। মেদিনীপুরের ছেলে। কথায় এখনও জেলার টান। তার নিজেরও আছে 'স'-এর দোষ। অনেক সময় আত্মগতভাবে তালব্য শ এবং মূর্ধন্য ষ-কে দন্ত্য স বলে ফেলে। এ নিয়ে তারা পরস্পরকে উপহাস করেনি কখনও। অনেক বিষয় যখন প্রীতিময়ের অধিগত

হয়নি, শিবতোষ ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছে। কখনও বলেনি 'তুই মাথামোটা'। কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হয়নি। প্রীতিময় যে কখনও শিবতোষকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, এ স্বতঃসিদ্ধ ছিল। শিবতোষকে প্রীতিময়ের এক বেগবান স্বাস্থ্যবান অশ্বের মতো মনে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার আগে থামবে না। কী সেই লক্ষ্য? এ প্রশ্ন করেছিল একদিন প্রীতিময়। শিবতোষ বলে, 'মাস্টার্স। তারপর গবেষণা করে পিএইচ. ডি. তারপর বিদেশ যাত্রা।'

'তারপর?'

'একটা সংগঠন করব। গ্রামে গ্রামে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া পরিবারের বাচ্চাদের শিক্ষা দেবে সেই সংগঠন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? কাজ করতে হবে তুবুল। অনেক অনেক কাজ।'

প্রীতিময়ের এই বান্ধব একলা ছোটে না। ছুটিয়ে নেয় সঙ্গীকেও। অথচ তার মধ্যে কোথাও একাকীত্ব আছে গভীর হয়ে। কলেজে, ক্লাসে, ছাত্রাবাসে প্রীতিময় ছাড়া আর একজনও বন্ধু নেই শিবতোষের। প্রীতিময়কেই সে বলে তার স্বপ্নের কথা, কষ্টের কথা, পিতৃদেবের বেশি বয়সের সন্তান হওয়ায় অসহায়তার কথা। প্রীতিময়কেই সে বলে, 'এটা করবি' 'ওটা করবি না'। বলে 'এটা চাই' 'ওটা চাই না'। সকল দাবি সে অঞ্জলি দিয়েছে প্রীতিময়কেই। এমনকী বাড়িতেও সে খিদে পেলে বলে না, 'মা, খেতে দাও।' প্রীতিময়ের কাছে বলেছেন মা বিরজা, '১০৪° জ্বর নিয়ে শুয়ে আছে। একবার বলেনি মা শরীর খারাপ লাগে।'

ক্যামেরা চাওয়ার প্রসঙ্গে সে তো লজ্জা পাবেই। প্রীতিময় বন্ধুর অভিলাষ পূর্ণ করতে তৎপর হয়। কেন হয়? শুধুমাত্র এই কৃতজ্ঞতায়, যে শিবতোষ জোর না করলে সে সিগারেট ছাড়ত না, শরীরচর্চা করত না, স্নাতকস্তরে ভাল নম্বর নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তরণ তার না-ও ঘটতে পারত? এইসবই যেমন সত্যি, তেমনি সে নিজেও সবিস্ময়ে দেখে, শিবতোষ ছাড়া তারও আর বন্ধু হয়নি। আর কোনও বন্ধুর প্রয়োজন হয়নি। সে অতি মায়া বোধ করে। কত সামান্য চাহিদা মানুষটার। একটা ক্যামেরা। তাও ধার করে। সে বলে, 'চল্, এসপ্ল্যানেড যাই।'

'কেন?'

'আজ প্রশ্ন করিস না।'

'চল্।'

সাধ্যানুযায়ী একটি ক্যামেরা কিনল প্রীতিময়। সাধারণ। তবু কিনে বড় আনন্দ পেল। শিবতোষ দেখছিল। প্রীতিময় তার

হাতে দিয়ে বলল, 'এটা তোর।'

শিবতোষ হাসল। বলল, 'এটা আমাদের।' চোখে জল চিকচিক করছে।

|৬|

দিল্লিতে দু'জনে যেখানে থাকতে শুরু করল, তার নাম অর্জুনবিহার। নতুন দিল্লি রেলস্টেশনের নিকটবর্তী জায়গা। এবারেও তাদের জুটল একটি চিলেকোঠার ঘর। কলকাতায় তারা যে-ঘরে থাকত, সে যেন ছিল এরই ভূমিকা।

ছাত্রাবাসের ঘরের চেয়ে খানিক বড়। পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সবচেয়ে উঁচুতলার যাঁরা, তাঁদেরই এ ঘর। পাতলা দেওয়াল। অপ্রশস্ত জানালা। একফালি অংশ আলাদা করে রান্নাঘর। জলের অসুবিধে নেই। তবে শৌচালয় এবং স্নানাগার নেই আলাদা। এই দুটি কাজের জন্য তাদের যেতে হবে ঘরের মালিকের বাড়ি, অর্থাৎ পাঁচতলার ফ্ল্যাটে। এই ব্যবস্থা স্বস্তিদায়ক নয়। অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে আপস করতে হল তাদের। দিল্লিতে বাসস্থান দুর্মূল্য।

বাস্তবিক, একটি সংসার পাততে হল তাদের। কলকাতার ছাত্রাবাসে একটি হিটার, চা মুড়ি চানাচুর বিস্কিটের মধ্যেই হেঁশেল সীমাবদ্ধ ছিল। ঠাকুরের রান্না খেত দু'বেলা। বিস্বাদ পাতলা ডাল, ঘ্যাঁট, এক চিলতে মাছ কী আধখানা ডিম। তবু নিশ্চিন্ত ছিল খাবার পাওয়া যাবে। এখানে সেই সুবিধা নেই। রান্না নিজেদের করতে হবে। গ্যাস বাড়িওয়ালার। ভাড়া দেবেন বলেই তাঁর এই ঘর তোলা। কিন্তু বাকি সব? বেঁচেবর্তে থাকার জন্য কত কী যে লাগে! হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, খুন্তি, রান্না করে রাখার বড় ছোট বাটি— যেন শেষ নেই। তার ওপর চাল, ডাল, তেল, নুন। সেইসব রাখার জন্য আবার পাত্র।

দু'জনে কেনাকাটা করল খুব। মশলাপাতি চিনে নিল। প্রথম ক'দিন হোটেলে তরকা-রুটি খেয়ে অবশেষে একদিন রান্নার উদ্যোগ নিল। দু'জনের কেউই রান্না জানে না। প্রীতিময় তবু হিটারে চা, পাউরুটি টোস্ট, ওমলেট বা নুডলস বানিয়েছে। শিবতোষ চেষ্টাই করেনি। সামান্য বিদ্যা থাকায় প্রথম দিন পাকশালের দায়িত্ব নিল প্রীতিময়।

'কী রাঁধবি?'

'খিচুড়ি।'

'খুব সোজা। আমি সবজি কেটে দিচ্ছি। চাল, ডাল সবজি দিয়ে বসিয়ে দে। ওঃ ফার্স্ট ক্লাস হবে।'

বাড়ির খিচুড়ির মতো স্বাদ এল না মোটেই। দু'জনে জানেই না খিচুড়ি কেবল চালে-ডালে বসিয়ে দেওয়া নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি আয়োজন সাপেক্ষ। তবু, খেতে বসে শিবতোষ খুব প্রশংসা করল। বলল, 'নুন একটু কম হয়েছে। কিন্তু দারুণ।'

'নুন? ও খিচুড়িতে বোধহয় নুন দিতে হয় রে। ভাতে দেয় না বলে ভাবলাম খিচুড়িতেও দেয় না। মাড় ঝরানোর সময় সবই প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। আর কীরকম ফ্যাকাশে দেখতে লাগছে। একটু হলুদ দিলে হত।'

'খিচুড়িতে মাড় ঝরায় না। আমি দেখেছি।'

'এঃ হে! আমি তো যাচ্ছেতাই করলাম। কী দিলে ভাল হত বল তো?'

'অল্প লঙ্কা। তোর যাতে ঝাল না লাগে।'

'হ্যাঁ। লঙ্কা।'

'একটু ঘি ফেলে দিই, কী বল?'

দু'জনে তৃপ্তি করে সাপটে-সুপটে খেল। ধীরে ধীরে একে-তাকে জিজ্ঞেস করে, ইন্টারনেট ঘেঁটে, বই পড়ে, তারা শিখে নিল ভাত, ডাল, রাজমা, বেগুন, মাছের ঝোল, মাংস রান্না।

শিবতোষ চারজন ছাত্র পড়াচ্ছে। যা আয় করে, ভাল চলে যায়। কলকাতার তুলনায় পড়ানোর দক্ষিণা অনেক বেশি। প্রীতিময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার সময় বাজার করে আনে। হিমকর যন্ত্র নেই। দিল্লির প্রখর গরমে একদিনেই সবজি শুকিয়ে যায়। এবেলার রান্না পচে যায় ওবেলা। গরমের হাত থেকে বাঁচতে সিলিং পাখা সহায়ক নয়। তাদের একটি হিমানি পাখাও কিনতে হল। খসখসের চাদর পরানো প্রবল হাওয়ার যন্ত্র। একবার জল ঢেলে দিলে বহুক্ষণ ঠান্ডা বাতাস বইয়ে দেয়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছাতে গিয়ে শোয় দু'জনে। মাঝরাতে হঠাৎ বৃষ্টি এলে মাদুর নিয়ে ছুটোছুটি করে ঘরে ফেরে।

সকালে সন্ধ্যায় সোম থেকে শনি— রোজ শিবতোষের পড়ানো। ভোরবেলায় শরীরচর্চা সেরে সামান্য চালে-ডালে ফুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পড়িয়ে ফেরে। কোনওক্রমে স্নান সেরে নাকে-মুখে খেয়ে ক্লাসে যায়। বিকেলে ক্লাস সেরে সোজা পড়াতে চলে যায়। সন্ধ্যার রান্না প্রীতিময়ই করে রোজ। বাসন মাজে, ঘর পরিষ্কার করে। রবিবার দু'জনের ময়লা জামাকাপড় নিয়ে বসে শিবতোষ। কেচে দেয়। দিন কেটে যাচ্ছে। একবছর, দু' বছর, তিন বছর। স্নাতক স্তরের মতো স্নাতকোত্তরেও একই তফাত রইল নম্বরে। কারও প্রেম এল না। এর অসুখ-বিসুখে ও সেবাযত্ন করল। অসুখ যে প্রায়ই হল, এমন নয়। দু'জনে পিএইচ. ডি. করতে লাগল। শিবতোষ সময় নিল পাঁচ বছর। প্রীতিময়ের লাগল সাত বছর। এখানে-ওখানে দু'একটা চাকরি করে মন বসল না শিবতোষের। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ দিল। প্রীতিময় নিল শিক্ষকতা। দিল্লির একটি নামকরা কলেজে পড়াতে শুরু করল।

বিদেশযাত্রা আপাতত স্থগিত আছে শিবতোষের। কারণ, চাকরি নেবার জন্য বাবা স্বয়ং উপরোধ করেছেন। জমিজমা যা ছিল, ভবিষ্যতের জটিলতা এড়াবার জন্য সব ছেলেমেয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিয়েছেন। শিবতোষ জমি নিতে চায়নি। কিন্তু পিতৃদেব নাছোড়। বলেছেন, 'দেখো বাবা, সবার আলাদা সংসার হয়েছে, যে-যার নিয়ে আছে। তোমারও এবার সংসারাদি হবে। পৈতৃক যত যা পাবার নিতে অস্বীকার কোরো না। জমি হল আত্মপরিচয়। অনেকদিন হল অবসর নিয়েছি। তোমার দাদারা এতকাল দায়িত্ব নিয়েছে। এবার তোমাকেও খানিক নিতে হয়। নিজের দায়িত্ব নিয়েছ বটে, কিন্তু আমরাও যে বুড়ো হলাম।'

সে যখন ছাত্র পড়িয়ে রোজগার করত, তখন সাধ্যমতো জিনিসপত্র কিনত মা-বাবা এবং বাড়ির বাচ্চাদের জন্য। দাদারা যে বাবা-মাকে খুব যত্ন করে না, সে টের পায়। এখন সে বেশি করে টাকা পাঠায় বাড়িতে। গ্রামে বিদ্যুৎ এসে গেছে। আরামের যত উপকরণ— ফ্রিজ, টিভি, ফ্যান, মিক্সি— সব সে কিনে দিয়েছে বাবা-মায়ের জন্য। কিন্তু তার মনে হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকরি করছে প্রত্যহ। একবার চাকরি এবং সংসারের জাঁতাকলে পড়লে কি তার স্বপ্নের কাছে পৌঁছোতে পারবে আর? শিবতোষ মাঝে মাঝে বিষাদ বোধ করে। এ এমন এক উপসর্গ যা তার আগে ছিল না। তার বেগবান

অবস্থার রশিতে টান পড়েছে অকস্মাৎ।

প্রীতিময়ের অস্থিরতা নেই। কারণ, ভালরকম প্রতিষ্ঠার বাইরে তার স্বপ্ন ছিল না সেরকম। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ অনুযায়ী, আর পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত যুবকের মতো তারও বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। প্রীতিময় নারাজ নয়। শিবতোষ উল্লসিত। বলল, 'তোর জন্য মেয়ে দেখা হচ্ছে? দারুণ ব্যাপার?' প্রীতিময় বলল, 'তোর জন্যও দেখা হোক।'

'না। আমি এখন বিয়ে করব না তুবুল। তোরটা হোক। শোন্, সবার আগে যা দরকার, তা হল একটা বাড়ি ঠিক করা। এই চিলেকোঠায় তো বউ নিয়ে থাকতে পারবি না। আর ঘরও তো একটাই।'

খুব সহজে বাড়ির সমস্যা মিটে গেল। বাড়িওয়ালা আরও ভাল ফ্ল্যাট কিনে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন মাস ছয়েক পরে। প্রীতিময় চাইলে এই ফ্ল্যাটখানা ভাড়া নিতে পারে। এত বছরের পুরনো কিরায়াদার তারা।

শিবতোষ বলল, 'উত্তম! আমি ছাতের ঘরে থেকে যাব, তোরা নীচে। তোর বউ রান্না করবে, আমি বসে খাব।'

এই ব্যবস্থাই সাব্যস্ত হল। প্রীতিময়ের পাত্রী দেখা চলছে। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছেড়ে দেবার পর দু'জনে ফ্ল্যাট সাজাতে বসল। এক সন্ধ্যায়, কলকাতায় বসন্তের বাতাস বইছে, প্রীতিময়ের মামার বাড়িতে ব্যস্ততা। পাত্রী কলকাতার। তাই এখানেই সব আয়োজন। শিবতোষের ছুটোছুটির অন্ত নেই। প্রীতিময়কে বরবেশে সাজানো হয়েছে। হালকা ঘিয়ে রঙের গরদের পাঞ্জাবি। চওড়া পাড়ের কোঁচানো ধুতি। কপালে চন্দন। মাথায় টোপর। গলায় সুদৃশ্য জুঁইয়ের মালা। পায়ে কোলাপুরি নাগরা, দু'জনে পছন্দ করে কিনেছিল। শিবতোষ কী কারণে প্রীতিময়ের ঘরে এসেছিল, বরবেশে প্রীতিময়কে দেখে স্থাণু হয়ে গেল। কী এক যন্ত্রণা শুরু হল অস্তিত্ব জুড়ে। মনে হল, এই প্রীতিময়, যে তার সবচেয়ে নিকট ছিল চোদ্দো বৎসরকাল, সে যেন কত দূরের। যে তার একার ছিল, আজ পরিবারশুদ্ধ লোক তাকে ভাগ করে নিচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে সে আর প্রীতিময়কে দেখতে পাবে না, ভাগাভাগি করতে পারবে না রোজকার জীবনের যত খুঁটিনাটি। তার গলার কাছে ব্যথা করে উঠল। পায়ে পায়ে প্রীতিময়ের কাছে গেল সে। মামিমা নিজের হাতে তাকে সাজিয়েছেন। এখন নিজে সাজতে গিয়েছেন। অন্যরাও বরযাত্রী যাবার প্রসাধন এবং বরের শুভযাত্রার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। প্রীতিময়কে একটু একলা পেল শিবতোষ, সকাল থেকে এই প্রথম। গভীর চোখে তাকাল সে। বলল, 'তোকে দারুণ দেখাচ্ছে তুবুল। দাড়িটা ভাল ছেঁটেছে।' প্রীতিময় হাসল। বলল, 'ধুর্! হ্যানসাম যদি বলতে হয়, সে তুই। তবু যা হোক আমার বিয়ে উপলক্ষে স্যুট বানালি। কী সুন্দর মানিয়েছে বল তো!'

কে কাকে আকর্ষণ করল, তারা জানে না। দু'জনে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করল। কী আশ্চর্য! এত বছরে এই প্রথম তারা পরস্পরকে কেমন দেখাচ্ছে, তাই নিয়ে কথা বলল।

|৭|

বিবাহের দিন পনেরো পরে প্রীতিময় স্ত্রী তিয়াসাকে নিয়ে দিল্লিতে পদার্পণ করল। তিয়াসা খুব লম্বাচওড়া নয়। প্রীতিময়ের মানানসই। ধবল কান্তি। সুন্দর মুখশ্রী। চলনে-বলনে আত্মসচেতনতা প্রকাশ পায়।

থাকার ব্যবস্থায় তিয়াসা খুশি কি না প্রীতিময় বুঝতে পারল না। সে স্বস্তি বোধ করল এই দেখে যে, তার স্ত্রী, যাকে এখনও ভালরকম জানাশুনো হয়নি, কয়েক দিনেই শান্তভাবে সংসারের দায়িত্ব নিল। পিতৃগৃহে খুব যে কাজকর্ম করেছে এমন নয়। সকালে সে দু'জনকে স্যান্ডউইচ গড়ে দিল। দুপুরে অনেকখানি সময় জুড়ে রাঁধল রুটি, ফুলকপির ডালনা আর মুসুর ডাল। নিজে স্যান্ডউইচ খেয়েছিল। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে সে স্বল্পাহারী। তাই দুপুরে একটু ফল খেল। বিকেলে প্রীতিময় ফিরলে চা করে দিল। প্রীতিময় বউকে একলা পেয়ে রান্নাঘরেই চুমু-টুমু খেল। চুমু খেতে খেতেই তারা খাবার টেবিলের কাছে এল। প্রীতিময়ের হাত তিয়াসার শরীরকে আদর করছিল। তিয়াসা খামচে ধরেছিল প্রীতিময়ের কাঁধ। ঠিক তখনই ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল শিবতোষ। শিবতোষ এই পথেই এসেছে

এবং দেখছে দু'জনে লগ্ন অবস্থায়। সে ফিরে গেল না, দুঃখিত বলল না, হেসে মশকরা করে হালকা করে দিল না পরিস্থিতি, বরং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। 'ছি ছি ছি ছিঃ!' এই হল তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। বলল, 'তোমার কি লজ্জাশরম বলে কিছু নেই তিয়াসা? ভর সন্ধেবেলা বরকে পেয়েই হামলে পড়েছ। আমিও তো এ বাড়িতে থাকি, নাকি?'

প্রীতিময় ও তিয়াসা ছিটকে সরে গেল পরস্পরের থেকে। তিয়াসা ছুটে শোবার ঘরে চলে গেল। প্রীতিময়ের মুখ দেখে মনে হল, বিবাহিতা আপনার স্ত্রী নয়, সে পরস্ত্রী আলিঙ্গন করছিল। শিবতোষ সশব্দ পদক্ষেপে শৌচালয়ে গেল, কোনও কথা না বলে চলে গেল ওপরে। প্রীতিময় হতবুদ্ধি হয়ে রইল। স্ত্রীকে সুস্থ করবে, নাকি বন্ধুকে শান্ত করতে যাবে! তিয়াসা বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে। তাকে কী বলা যায়? সে উপুড় হয়ে পড়া তিয়াসার পিঠে হাত রাখতে তিয়াসা ফুঁসে উঠল। খোঁপা ভেঙে চুল এলোমেলো। তীব্র স্বরে সে বলল, 'তুমি থাকো তোমার মন ভাল বন্ধুকে নিয়ে। আমার দরকার নেই।'

প্রীতিময় শঙ্কিত স্বরে বলল, 'আস্তে তিয়াসা। ও শুনতে পাবে।'

'শুনলে শুনবে। আমি কি ওকে ভয় পাই? তুমি পাও। সবসময় ও তোমার ওপর কর্তৃত্ব ফলায়। কাল তুমি দেরি করে উঠলে। হতেই পারে। একদিন ব্যায়াম না করলে কী হয়? ও এমনভাবে তোমায় বকতে লাগল যেন ওর সঙ্গে ব্যায়াম করার দাসখত লিখে দিয়েছ তুমি।'

কথা সত্যি। নববিবাহিত দম্পতির প্রাতে শয্যাত্যাগে বিলম্ব যে হয়, শিবতোষ তা জানে না। সে প্রীতিময়কে যারপরনাই তিরস্কার করে এই মর্মে যে প্রীতিময় আবার তার হতাশা, অনিশ্চয়তা, ধূমপান ইত্যাদি পূর্ণ জীবনের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রীতিময় প্রতিবাদ করেনি। এখন তিয়াসার কথায় করল। বলল, 'আমার ভাল চায় বলেই বলে।'

তিয়াসা চিৎকার করে, 'ভাল চায়? ভাল চায়? চাইলে এভাবে অপমান করে কেউ?'

'কীসের অপমান তিয়াসা? আমরা তো জানি এরকম সময় ও ফিরে আসে। আমাদের সংযত থাকা উচিত ছিল।'

'আমাদের সংযত থাকা উচিত ছিল, তাই না? আমাদের? ওর এই ভদ্রতাবোধ নেই যে কারও ঘরে ঢোকার আগে জানান দিতে হয়। আমাকে বিয়ে করা উচিত হয়নি তোমার।'

তিয়াসা আবার কাঁদতে লাগল।

প্রীতিময় ক্রুদ্ধ মুখে পাকশালে গিয়ে চা বানাল দু' জনের মতো। চাকরি পাবার পর চা-কফি খাচ্ছে শিবতোষ। মাঝে-মধ্যে দু'জনে মদ্যপান করেছে। যতদিন ছাত্র ছিল, মদ প্রবেশ করতে পারেনি তাদের ঘরে। সংযমের রাশ একটু আলগা হলে ক্ষতি কী? প্রীতিময় চায়ের কাপ এবং সুদৃশ্য পট নিয়ে ওপরে গেল। দেখল, সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে শিবতোষ। প্রীতিময় বলল, 'শিবা, চা নে।'

'কে বানাল?'

'আমি।'

দু'জনের দীর্ঘ কথালাপ চলল। শিবতোষ বলল বেশি। সরকারি কার্যালয়ের নানান অসঙ্গতির বর্ণনা। রাত্রি সাড়ে ন'টায় দু'জনে নীচে নামল। তিয়াসা শোবার ঘর থেকে বেরোয়নি। প্রীতিময় ডাকাডাকি করল, শিবতোষও ডাকল। তিয়াসা সাড়া দিল না। খেতেও এল না। তারা দু'জনে খাবার গরম করে বসল। বিস্বাদ তরকারি। শক্ত রুটি। আধসেদ্ধ ডাল। তাতে নুনপোড়া। বিনা বাক্যব্যয়ে খেল তারা। কেবল শিবতোষ ছ'খানা রুটির জায়গায় খেল দু'টি মাত্র।

।৮।

খাবার নিয়ে সে রাতে গোল পাকেনি বটে, তবে পরবর্তী রবিবারে তার সম্ভাবনা দেখা দিল।

সকালবেলায় বেরিয়ে দুই বন্ধু প্রচুর মাছ এবং পাঁঠার মাংস আনল। এখন তাদের ঘরে হিমকর যন্ত্র বিরাজমান। তিয়াসা সব গুছিয়ে তুলছিল। শিবতোষ বলল, 'আমি মাংসটা রান্না করব। তুবুল পেঁয়াজ-রসুন কেটে দে। নতুন আলুর খোসা ছাড়াবি না। ভাল করে ধুয়ে অর্ধেক করে নিবি।' তিয়াসা বলল, 'রান্নাটা আজ আমি করব শিবাদা।'

'তুবুল আমার রান্না করা মাংস খেতে ভালবাসে তিয়াসা।'

'আমার রান্না ভালবাসবার সুযোগ তো দিতে হবে।'

প্রীতিময় তাড়াতাড়ি বলল, 'রাঁধুক, তিয়াসা রাঁধুক। যত রাঁধবে তত পোক্ত হবে।'

দু'জনে টিভি খুলে খেলা দেখছে। শিবতোষ একবারের জন্যও ওপরে যায়নি। দুপুরে স্নানের আগে একবার পোশাক নিতে উঠেছিল। স্নান সেরে খুব যত্ন করে স্যালাড বানাল। প্রীতিময় মাংসের সঙ্গে স্যালাড খেতে ভালবাসে। টেবিল গুছিয়ে বসল তিনজনে। লাল শাক ভাজা দিয়ে শুরু। মন্দ রাঁধেনি তিয়াসা। শাকের পর মাংস। ঝোল দিয়ে ভাত মেখে এক গ্রাস মুখে পুরেই আঁতকে উঠল প্রীতিময়। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। হেঁচকি তুলতে শুরু করল ক্রমাগত। ছুটে বেসিনে গেল সে। জিভ বার করে লালা ঝরাতে লাগল। মারাত্মক ঝাল হয়েছে মাংস!

শিবতোষ দেখছিল। এবার ছুটে গেল প্রীতিময়ের কাছে। খাবার জল বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাঁ হাতে পিঠ ডলে দিচ্ছে। শসার টুকরো চিবিয়ে নিতে বলছে।

একটু শান্ত হয়েছে প্রীতিময়। হেঁচকি উঠছে এখনও। তিয়াসা স্তম্ভিত বসে আছে। শিবতোষ বলল, 'ওর খাওয়া নষ্ট করে শান্তি হল তো তোমার?' তিয়াসা কান্নার মতো বলল, 'কী বলছ শিবাদা! আমি ওর খাওয়া নষ্ট করতে চাইব?'

'এক কিলো লঙ্কা দিয়েছ মাংসে। জানোও না তুবুল ঝাল খেতে পারে না। আমাকেও রাঁধতে দিলে না। শোওয়ার ঘরে ধূপকাঠি জ্বাললেই বউ হওয়া যায় না।'

'শিবাদা!'

তিয়াসা ধূপের গন্ধ পছন্দ করে। নিজে পছন্দ করে কেনে বরাবর। দিল্লি আসার আগে নানারকম সংগ্রহ করেছিল। ঠাকুরের সামনে জ্বালে। তৎসঙ্গে, শুতে যাবার আগে জ্বেলে দেয় শোবার ঘরেও। দাম্পত্য সম্পর্ককে সুগন্ধে ভরিয়ে তোলার এই প্রয়াস শিবতোষের নজর এড়ায়নি। আবার বিবাদ হতে যাচ্ছে দেখে প্রীতিময় বলল, 'নে। খাওয়া শুরু কর্। তিয়াসা, আমাকে একটু ঘি দাও, আর ঝোল থেকে শুধু মাংস তুলে দাও।'

'আমি দিচ্ছি। ও তো জানেও না তোর কীরকম মাংস পছন্দ।' শিবতোষ উঠে বেসিনে হাত ধুয়ে নিল। বেছে বেছে মাংস তুলল বাটিতে। প্রীতিময়ের সামনে ধরল। বলল, 'সংসার করতে আসার আগে একটু হাত পাকিয়ে আসতে হয়। আমরা ছেলে হয়ে যে রান্না জানি, তুমি তার একভাগও জানো না।'

তিয়াসা বলে, 'মেয়ে মানেই রান্নাবিশারদ হতে হবে, এর বাইরে কিছু কি ভাবতে শিখেছ তুমি?'

'না। আমি তা ভাবি না। তবে তুমি তো আর কিছু বিশারদ নও। টেনেটুনে কলেজ পাশ করেছ। তুবুলের মতো ছেলে পেয়েছ, ভেবেছিলাম যত্ন করবে। তাই অন্তত রান্নাটা আশা করাই যায়। অন্তত তুবুলের যা যা পছন্দ। অবশ্য সাজগোজবিশারদ তোমাকে বলা যায়। বেরুতে গেলে পুরো এক ঘণ্টা লাগাও আয়নার কাছে।'

'কী করা যাবে বলো? ভগবান তোমার শ্রীমুখের চেয়ে একটু বেশিই সৌন্দর্য আমায় দিয়েছেন। আমি তাকে সাজাই।'

প্রীতিময় বলল, 'তোমরা ঝগড়া থামাও প্লিজ। খাও।'

শিবতোষ বলল, 'খাওয়া গেলে তো।'

'তোরা একটু কষ্ট করে খেতে পারবি। আর শিবা, রান্না নিয়ে ওকে এভাবে বলিস না। ভেবে দেখ, আমরা যখন দিল্লিতে এসে প্রথম রান্না শুরু করি, কত ভুল করতাম!'

'বউয়ের পক্ষ নিচ্ছিস নে। তবে আমি কখনও ঝালে তোর মুখ পোড়াইনি।'

'পক্ষ বলছিস কেন? তোরা দু'জনেই আমার প্রিয়।'

শিবতোষ কথা বলল না। পরিকল্পনা ছিল সন্ধ্যায় তিনজনে সিনেমা দেখতে যাবে। কিন্তু সে যেতে চাইল না। প্রীতিময় সুসজ্জিতা স্ত্রী নিয়ে চলে গেল, ছাতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখল সে। কীরকম রাগ হল তার, কষ্ট হল। তার প্রস্ফুটিত জীবন থেকে যেন একটি একটি করে পাপড়ি ছিঁড়ছে কেউ। সে বেরুবার পোশাক পরল। একা একা চলে গেল সেই সিনেমায়, যা তাদের একসঙ্গে দেখার কথা। একলাই টিকিট কেটে বসল। প্রীতিময়কে জানতেও দিল না। বিরতির সময় তিয়াসা বেরিয়েছিল । অল্প আলোয় শিবতোষকে দেখে চমকে উঠল সে। ফিরে, প্রীতিময়ের পাশে বসে বলল, 'জানো, শিবাদা আছে এই হলে।'

'তা হলে ডাকি ওকে।'

'না।'

'কেন বারণ করছ?'

প্রীতিময় সুসজ্জিতা স্ত্রী নিয়ে চলে গেল, ছাতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখল সে। কীরকম রাগ হল তার, কষ্ট হল। তার প্রস্ফুটিত জীবন থেকে যেন একটি করে পাপড়ি ছিঁড়ছে কেউ।

তিয়াসা প্রীতিময়ের হাত জড়িয়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'রাতটুকু ছাড়া সারাক্ষণ শিবাদা তোমাকে আগলে রাখে। আমার তোমাকে একলা পেতে ইচ্ছে করে না বুঝি?'

এই প্রথম প্রীতিময় শিবতোষের কাছে গোপনীয় রাখল কিছু। এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল প্রীতিময়ের। তার মনে হল, শোবার ঘরের পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। তার হৃদযন্ত্র চমকে উঠল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঠিক দেখছে? মুহূর্তে চলে গেল এক জমাট অন্ধকার। প্রীতিময়ের মনে হল, এ শিবতোষ! তবু সেই মনে হওয়া ধামাচাপা দিতে চাইল সে এই ভাবনায়, হয়তো বা তস্কর কোনও।

|৯|

না। বন্ধুত্ব হল না শিবতোষ ও তিয়াসার। দুই বন্ধুর মধ্যে এই প্রথম কোনও নারী। তাকে কেন্দ্র করে জগৎ আরও নিবিড় হতে পারত। হল না।সে-রাতে শিবতোষকে দেখার পর প্রীতিময় চিন্তিত। চুপচাপ। একথা সে কারওকে বলেনি। শিবতোষের কাছে কারণ জানতে চায়নি। কিন্তু যে-রাতে তিয়াসা দেখল শিবতোষকে, ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, প্রীতিময় ভেঙে পড়ল। ভদ্রতাবশত, অবিশ্বাস প্রদর্শিত হবে— ভাবনায়, তারা দ্বার রুদ্ধ করেনি কখনও। তবে কেন? কেন? প্রীতিময় তিয়াসার দিকে চাইতে পারছে না। তিয়াসা কাঁদছে। বলছে, 'বাড়ি পাল্টাও। এভাবে চলে না। ওই লোকটা আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেবে।'

'ও আমার কবেকার বন্ধু তিয়াসা। কত গভীর সম্পর্ক আমাদের। ওকে ছেড়ে থাকার কথা আমি ভাবতে পারছি না।'

'পারতে হবে। যদি আমাকে চাও, পারতে হবে।'

সরাসরি কথা বলা স্থির করল প্রীতিময়। সে আর সইতে পারছে না এই টানাপড়েন। এক রবিবারের দুপুরে সে শিবতোষের মুখোমুখি হল। বলল, 'এমন কিছু কি ঘটেছে, যা আমাকে বলতে পারছিস না?'

'কী ঘটবে?'

'তিয়াসা দেখেছে তুই মাঝরাতে আমাদের শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস। ওর খারাপ লেগেছে।'

শিবতোষ বলল, 'তিয়াসা আমাকে দেখেছে? আমাকে? ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? আমি কেন মাঝরাতে তোদের ঘরে যাব?'

'আমি কারণটা জানতে চাইছি।'

'তার মানে তুই সত্যি মনে করিস আমি গিয়েছি?'

'তিয়াসা মিথ্যা কেন বলবে?'

'আমাকে অপদস্থ করার জন্য।'

'তোকে খামোখা অপদস্থ করবে কেন?'

'কারণ ও তোকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চায়। আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়।' শিবতোষ চিৎকার করে। 'ও কে? কতদিন হল এসেছে? আমি তোকে চোদ্দো বছর ধরে চিনি। ওর চোদ্দো মাস হয়নি তোকে নিজের সম্পত্তি মনে করে। নোংরা মেয়েছেলে!'

প্রীতিময় কাঁপছে। কী বলবে জানে না সে। শুধু কণ্ঠশিরা ছিঁড়ে চিৎকার করে, 'মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ শিবা! শি ইজ় মাই ওয়াইফ!'

চিৎকার শুনে তিয়াসা উঠে এসেছিল ওপরে। বলল, 'সম্মান? একজন কামুক, চরিত্রহীন, সেক্স স্টার্ভড মানুষের কাছে কী আশা করো তুমি তুবুল?'

'আমি কামুক? চরিত্রহীন?' শিবতোষ প্রীতিময়ের দু'টি কাঁধ ধরে ঝাঁকায়। বলে, 'আমি কামুক? চরিত্রহীন? তুবুল তুই বল এটা সত্যি নয়। আমি কোনওদিন কোনও মেয়ের দিকে তাকিয়েছি? বল্? স্বর্ণালী আমাকে ভালবাসত। ওকে পর্যন্ত পাত্তা দিইনি।'

প্রীতিময় শিবতোষের হাত নামিয়ে দিল। বলল, 'এভাবে থাকা যায় না শিবা। আমরা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাব।'

'না, যাবি না। একটা অচেনা অজানা মেয়ে, যে তোকে ভাল করে জানে না পর্যন্ত, তার জন্য, তুই আমাকে ছেড়ে যাবি? তোর এতদিনের বন্ধুকে?'

প্রীতিময় জবাব দিল না। তিয়াসার হাত ধরল। নেমে এল নীচে। তিয়াসাকে জড়িয়ে কাঁদল সে। তার মনে হল, এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সে জীবনে কখনও পায়নি। কখনও পাবে না। শিবতোষের প্রতি তার রাগ হচ্ছে, করুণা হচ্ছে, মায়া হচ্ছে।

তিয়াসা, প্রীতিময়ের কষ্ট কিছু বুঝল। কিন্তু অনেকটাই বুঝল না। ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে আমি ভালবাসায় ভরিয়ে রাখব তুবুল।' প্রীতিময় তাকে কথা দিল, কাল থেকে বাসস্থান সন্ধান করবে।

সে-রাতে, চোদ্দো বছর পর, আবার এক অভিযোগপত্র লিখতে বসল শিবতোষ। প্রীতিময়ের মা-বাবা, মামা-মামির কাছে তিয়াসা সম্পর্কে অভিযোগ। লিখতে লিখতে ষোলো পাতা হল। সেই চিঠি পেয়ে প্রীতিময়ের মা-বাবা বললেন, 'শিবার মতো ভাল ছেলে হয় না। তিয়াসার দোষ আছে।'

প্রায় সাধ্যাতিরিক্ত ভাড়ায় একটি ফ্ল্যাট নিল প্রীতিময়। শিবতোষকে ছেড়ে গেল।

|১০|

এক মাসের মধ্যে ইন্টারনেটের পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন দেখে নিজের বিবাহ স্থির করল শিবতোষ। পাত্রী দিল্লিপ্রবাসী বাঙালি। প্রীতিময়কে ই-চিঠি লিখল শিবতোষ, 'আমারও বিয়ে ঠিক হয়েছে। মেয়েটির নাম অন্বেষা। পাঁচ ফুট পাঁচ। ফর্সা। সুন্দরী। ইংলিশে এম. এ.। এরই মধ্যে তিনটি হিন্দি বই ইংলিশে অনুবাদ করেছে।'

এভাবে লিখে উল্লাস হল শিবতোষের।

প্রীতিময় জবাব দেয়নি। নিজের ঠিকানাও দেয়নি। শিবতোষ ই-চিঠি মারফত বিয়ের নেমন্তন্ন করল। তার বড় আশা ছিল, প্রীতিময় আসবে। প্রীতিময়ের ছেড়ে যাওয়া ফ্ল্যাটই সে নিয়েছে। সরকারি আবাসন পেলে চলে যাবে।

বিয়ের দিন সকাল গেল, প্রীতিময় এল না। সন্ধ্যা গেল, এল না। তার পরদিনও এল না। প্রীতিময়কে বাদ দিয়েই বধূবরণ হল। এমনকী বউভাতের অনুষ্ঠান। আত্মীয়পরিজন জিজ্ঞেস করতে লাগল প্রীতিময়ের কথা। শিবতোষ মিথ্যে করে বলল, 'বেচারার বউ খুব অসুস্থ। সম্ভব হলে আসবে বলেছে।'

অনেক রাতে, ফুলে সজ্জিত শয্যায় প্রথম নারীসঙ্গ করতে যাবার আগে একবার ছাতে গেল শিবতোষ। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে প্রীতিময়। প্রীতিময়। তাদের আদি সেই ঘর থেকে বার করে আনল ক্যামেরা। তার জন্য কিনেছিল তুবুল। তারই জন্য। দু' হাতে ক্যামেরা চেপে ধরল সে। কত বছরের কত মধুমাখা মুহূর্তের সাক্ষী এই যন্ত্র! শিবতোষ ফিসফিস করল, 'তুবুল, তুই আমার। তোকে আমি প্রবল ভালবাসি। তুই?'

অলঙ্করণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল